Junagadh·
Skandagupta
(136, 137, 138 G. E
455, 456, 457 CE)

প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় অভিলেখ — ৭২ শকাব্দ

__/__/__

প্রাপ্তিস্থান: গুজরাতের জুনাগড় নগর থেকে মাইলখানেক পূর্বে অবস্থিত গির্নার পাহাড়ের পশ্চিমপাশ্ব

লিপি: দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মীর পূর্ববর্তী রূপ

ভাষা: সংস্কৃত

বাংলা অনুবাদ

১-৩ সিদ্ধি হোক। সুদর্শন নামক এই তড়াক (হ্রদ) গিরিনগর থেকেও ---- (সুদর্শন হ্রদের উপর অবস্থিত) সেতু (বাঁধ) মৃত্তিকা ও নুড়ি-পাথর দিয়ে তৈরি হওয়ায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতায় অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, তার মধ্যে কোনরকম ছিদ্র ছিল না (নিঃসন্ধিবদ্ধ)। সুবদ্ধ এই সেতু ~~পার্শ্ববর্তী~~ পাদ পর্বতের প্রতিস্পর্ধী রূপে দাবী করত নিজেকে। প্রকৃতিসৃষ্ট এই সেতু সুবিন্যস্ত প্রনালী, পরিবাহের (Drain) দ্বারা সংযুক্ত ছিল, যাতে আবর্জনা হ্রদে না পড়ে ও আটকানোর ব্যবস্থা ছিল। সেতুটি ছিল ত্রিস্কন্দ। এটি অতি চমৎকার অবস্থায় বর্তমান ছিল।

Sections. (?)

(যাঁর নাম নেওয়া পবিত্র)

৪-৭ মহাক্ষত্রপ সুগৃহীতনামা রাজা চষ্টনের পৌত্র, ক্ষত্রপ রাজা জয়দামনের পুত্র ~~রুদ্রদামনের~~

* যাঁর নাম গুরুরা বারংবার উচ্চারণ করতেন

পবিত্রনামান্বিত মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের রাজত্বকালে ৭২তম বর্ষে অগ্রহায়ন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদতিথিতে ---- প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টিতে পৃথিবী যখন প্রায় একটি সাগরে পরিণত হল তখন ঊর্জয়ৎ পর্বত থেকে সুবর্ণসিকতা ও পলাশিনী প্রভৃতি নদীর উদ্ধত জলরাশির বেগে সেতু ---- (ভেঙে গেল), যদিও পূর্বেই প্রতীকারের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তথাপি বিধ্বংসী, যুগনিনাশসদৃশী বায়ু প্রবাহিত অত্যন্ত বেগবান

হতে লাগল যার প্রভাবে পর্বতের শিখরস্থিত বৃক্ষ,
(চত্বর)
প্রাচীর, অট্টালিকা, বৃক্ষতল, দ্বার, আশ্রয়স্থান
ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। হ্রদের জল বায়ুর দ্বারা
আন্দোলিত হয়ে এমন ধ্বংসলীলা শুরু করেছিল।
এই সময় হ্রদের তলদেশে (বায়ু ও নদীবাহিত)
পাথর, বৃক্ষ, গুল্মলতা, প্রতান প্রভৃতি জমা হতে থাকল, ফলে
নদীর তলদেশ উদ্ঘাটিত হয় (অর্থাৎ সেতুর বিচ্ছিন্নতে
ফাটল ধরে)। ৪20 হাত চওড়া, ৭৫ হাত গাঢ়
এই ছেদের মধ্যে দিয়ে সমস্ত জল বেরিয়ে গেলে
(সুদর্শন হ্রদের) চেহারা মরুভূমির মতো দুর্দর্শন হয়ে গেল

৮ - --- (জনসাধারণের) সুবিধার্থে মৌর্য সম্রাট
চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রিয় পুষ্যগুপ্তের সহায়তায় / দ্বারা
এই সেতু নির্মিত হয়। মৌর্যরাজা অশোক যবনরাজ
তুষাস্ফের দ্বারা (এই হ্রদে) প্রনালী সংযোজন করেন।

৯ - ১০ তিনি গর্ভাবস্থা থেকেই কোন বাধা সম্মুখীন না হয়েও
প্রকৃত ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। একারণেই সর্ববর্ণের
মানুষ তাদের রক্ষার জন্য তাঁকে পতি (রাজা) রূপে বরণ
করে নিয়েছিলেন, প্রাণত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোন ব্যক্তিকে
বধ করবেন না এরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যদিও
সংগ্রামে সর্ববিষয়টি ব্যতিক্রম ছিল। সম্মুখ আগত
শত্রুদের তিনি পরাক্রমের সঙ্গে ধ্বংস করতেন।
যাঁরা তাঁর পদপ্রণিত হত তাদের শরণস্বরূপ ছিলেন।
তাঁর রাজত্বের নগর, নিগম ও জনপদে কোনরূপ
[Market town]

Count

দস্যু, সর্প, বন্য হিংস্র জন্তু, রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না।

১১ তিনি নিজ বীর্যবলে সমস্ত প্রজাদের আনুগত্য অর্জন করেছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিম মালব আকর, অবন্তী, অনূপ-নীবৃৎ, আনর্ত, সুরাষ্ট্র, শ্বভ্র, মরু, কচ্ছ, সিন্ধু-সৌবীর, কুকুর, অপরান্ত, নিষাদ প্রভৃতি দেশের আনুগত্য অর্জন করেন। ঐ বিষয়ের জনগণ রাজার প্রভাবে ধর্ম, অর্থ, কামের সেবা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১২ সমস্ত ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বীররূপে পরিচিত অহংকারী ও অবশ্য যৌধেয়দের পরাজিত করেন তিনি। রুদ্রদামন দক্ষিণাপথপতি সাতকর্ণিকে বিনা কপটতায় দু'বার পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু নিকট সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় তাঁকে উন্মূলিত করেননি। বিজয়প্রাপ্তির পরে পরাজিত রাজ্যের নৃপতিদের তিনি স্বরাজ্যেই প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৩ তাঁর হস্তের সম্যক-উত্তোলনের দ্বারা নিজেকে ধর্মকার্যের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন (অর্থাৎ বিচারসভায় তিনি সুবিচার করতেন)। ঐরূপ রাজা শব্দ, অর্থ, গান্ধর্ববিদ্যা, ন্যায় ইত্যাদি কঠিন শাস্ত্রের অধ্যয়ন, ধারণ ও বিজ্ঞানের দ্বারা বিপুল কীর্তি লাভ করেছিলেন। তিনি অশ্ব, হস্তী, রথচালনায় এবং অসি, চর্ম ইত্যাদি যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শত্রুবলকে লঘু করার জন্য ঐ সমুদ্র কার্যগ্রহণের ক্ষমতা রুদ্রদামনের মধ্যে ছিল। তিনি সর্বদা দান করতেন,

যোগ্যকে মান দিতেন, কাউকে অপমান করতেন না, ও
১৪ → উদার ছিলেন। দুর্লভলোকেন ?

১৪ (প্রজাদের থেকে প্রাপ্য) বলি, শুল্ক ও ভাগের [প্রচলিত কর বিশেষ] যথাযথ প্রাপ্তির মাধ্যমে তাঁর রাজকোষে সোনা, রূপা, হীরক, বৈদূর্য প্রভৃতি উপচে পড়ত। (কাব্যের গুণস্বরূপ) স্ফুট, লঘু, মধুর, চিত্র, কান্ত, শব্দসময়, ইত্যাদি গুণসমৃদ্ধ তাঁর রচিত গদ্য ও পদ্যকাব্য তাঁকে কাব্যপ্রবীণের মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, কণ্ঠস্বর, গাত্রবর্ণ, আভ্যন্তরীন সারবস্তু, তেজ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ও ব্যঞ্জন তাঁর মধ্যে বর্তমান থাকায় কান্তমূর্তিতে
১৫ → পরিণত হয়েছিলেন, তিনি নিজেই 'মহাক্ষত্রপ' এই উপাধি ধারণ করেন। বহু রাজকন্যার স্বয়ংবরের বরমাল্য পেয়ে তিনি বিশেষভাবে তেজস্বী হয়েছিলেন। এই মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের দ্বারা সহস্রবৎসর ব্যাপী গো-ব্রাহ্মণের --- (সেবার জন্য) ধর্মকীর্তি (১৬) বৃদ্ধির জন্য নগরবাসীকে কর-বিষ্টি-প্রণয়ক্রিয়ার
১৬ → দ্বারা (একটুকু) পীড়ন না করে নিজের রাজকোষ থেকে বহু ধন সম্পদ খরচ করে অত্যন্ত অল্পসময়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে আগের থেকে তিনগুণ দৃঢ়তর সেতু প্রস্তুত করে সুদর্শনহ্রদকে সুদর্শনতর করে তুললেন।

১৭-১৮ → মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের অমাত্যগুণযুক্ত মতিসচিব

ও কর্মসচিবেরা সেতুভেদের বিশালতা দেখে
(সেতুসংস্কারের উদ্যোগে) বিমুখ হয়ে ~~উ~~ উদ্যোগকে
প্রত্যাখ্যান করলেন। সেতু~~বন্ধনে~~ সংস্কারের
অনুদ্যোগে প্রজারা 'হা হা' রব করে উঠলে
পৌর-জনপদবাসীর সুবিধার্থে ~~[illegible]~~ সম্রাট কর্তৃক
নিযুক্ত সমস্ত সুরাষ্ট্র ও আনর্ত অঞ্চলের শাসক
রূপে নিযুক্ত পারস্যদেশীয় কুলেপপুত্র সুবিশাখ
১৯ 20 প্রভুর ধর্মকীর্তি ও যশঃবৃদ্ধির জন্য (সেতুসংস্কারের)
এই অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করলেন। সুবিশাখ ~~ছিলেন~~
ধর্ম ও অর্থবিষয়ে যথাযথ অনুষ্ঠান এবং ন্যায়
বিচারের মাধ্যমে লোকপ্রিয়ত্ব অর্জন করেছিলেন।
সুশাসক সুবিশাখ সমর্থ, সংযত, চঞ্চলতাবর্জিত,
~~অবিস্মিত~~ অহঙ্কারশূন্য, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ লোকের দ্বারা
অবধ্য ছিলেন।